ফয়যানে মাদানী মুযাকারা (১৭তম অংশ)

ইয়াতিম কাকে বলে?

(বিভিন্ন মনোমুগ্ধকর প্রশ্নোত্তর সম্বলিত)

উপস্থাপনায়: **আল মদীনাতুল ইলমিয়া** (দা'ওয়াতে ইসলামী)

এই রিসালাটি শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী** এর মাদানী মুযাকারা নং: ৭ এর আলোকে **আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশের "ফয়যানে মাদানী মুযাকারা"** বিভাগের পক্ষ থেকে নতুন পদ্ধতি এবং অধিক নতুন বিষয়াবলী সংযোজনের মাধ্যমে সাজানো হয়েছে।

প্রথমে এটি পড়ে নিন

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা, শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত **হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী** دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ তাঁর বিশেষ ভঙ্গিতে বয়ান, জ্ঞান ও প্রজ্ঞাময় মাদানী মুযাকারা এবং তাঁর প্রশিক্ষিত মুবাল্লিগদের মাধ্যমে খুবই স্বল্প সময়ে মুসলমানদের অন্তরে মাদানী পরিবর্তন সাধিত করে দিয়েছেন, তাঁর সহচর্য থেকে উপকার লাভ করতে অসংখ্য ইসলামী ভাই মাঝে মাঝে বিভিন্ন স্থানে হওয়া **মাদানী মুযাকারা**য় বিভিন্ন বিষয়ে যেমন; আক্বিদা ও আমল, ফযীলত ও গুণাবলী, শরীয়াত ও তরীকত, ইতিহাস ও জীবনি, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা, চারিত্রিক ও ইসলামী জ্ঞান, দৈনন্দিন বিষয়াবলী এবং আরো অনেক বিষয় সম্পর্কীত প্রশ্ন করে থাকে আর শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ তাদের প্রজ্ঞাময় এবং ইশকে রাসূলে ভরপুর উত্তর দিয়ে ধন্য করে থাকেন।

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ এর প্রদত্ত চমৎকার এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞাময় মাদানী ফুলের সুবাসে দুনিয়ার মুসলমানদের সুবাশিত করার পবিত্র প্রেরণায় আল মদীনাতুল ইলমিয়া এর **"ফয়যানে মাদানী মুযাকারা"** বিভাগ এই মাদানী মুযাকারা প্রয়োজনীয় পরিবর্ধন ও পরিমার্জন সহকারে **"ফয়যানে মাদানী মুযাকারা"** নামে পেশ করার সৌভাগ্য অর্জন করছে। এই লিখিত পুষ্পস্তবক পাঠ করাতে اِنْ شَآءَ الله আক্বিদা ও আমল এবং জাহির ও বাতিনের সংশোধন, **আল্লাহ তায়ালা**র ভালবাসা ও ইশকে রাসূলের অশেষ দৌলতের পাশাপাশি আরো ইলমে দ্বীন অর্জনের প্রেরণা জাগ্রত হবে।

এই পুস্তিকায় যা সৌন্দর্য রয়েছে তা নিঃসন্দেহে **আল্লাহ তায়ালা** ও **তাঁর প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দান, আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর দয়া এবং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ এর স্নেহ ও একনিষ্ঠ দোয়ার প্রতিফল আর অপূর্ণতা থাকলে তা আমাদের অমনোযোগীতা ও অলসতারই ফলাফল।

আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ
(ফয়যানে মাদানী মুযাকারা বিভাগ)
৪ রমযানুল মোবারক ১৪৩৭হিঃ/ ১২ জুন ২০১৬ইং

www.dawateislami.net

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
দরূদ শরীফের ফযীলত	৩
ইয়াতিম কাকে বলে?	৩
ইয়াতিমের মাথায় হাত বুলানোর ফযীলত	৪
ইয়াতিমের মাথায় হাত বুলানোর পদ্ধতি	৬
ইয়াতিমের প্রদত্ত বস্তু পানাহার করা যাবে না	৬
ইয়াতিমের সম্পদ বেপরোয়াভাবে ব্যবহার করা	৮
ইয়াতিমের সম্পদ ভক্ষণ করা থেকে বেঁচে থাকার আগ্রহ	১১
ইয়াতিম ক্ষমা করতে পারে না	১৩
ছেলে ও মেয়ে বালিগ হওয়ার বয়স	১৫
কবরের উপর বসা হারাম	১৫
মুসলমানদের কবরগুলোকে পদদলিত করা জায়েয নেই	১৬
শিশুদেরকে ঘুমপাড়ানোর জন্য আফিম (নেশা জাতীয় দ্রব্য) খাওয়ানো	১৯
গর্ভবতী মহিলাকে তালাক দেয়ার বিধান	১৯
কন্যার বাপের বাড়ীর পক্ষ থেকে প্রদত্ত উপঢৌকনের মালিক কে?	২১
স্বামী স্ত্রীর উপঢৌকন রাখতে পারবে না	২৩
স্ত্রীর সম্পদের মধ্যে স্বামীর অংশ	২৩
কবুতর কী সায়্যিদ হয়?	২৪
কবুতরের পা গুলো লাল হওয়ার ঘটনা	২৬
কবুতরের বিশেষ অভ্যাস ও গুনাবলী	২৮
কবুতরের মাংস হালাল নাকি হারাম	২৯
তথ্যসূত্র	৩০

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

ইয়াতিম কাকে বলে?

(বিভিন্ন মনোমুগ্ধকর প্রশ্নোত্তর সম্বলিত)

শয়তান লাখো অলসতা দিবে তবুও এই রিসালাটি পরিপূর্ণ পাঠ করে নিন। اِنْ شَآءَ الله জ্ঞানের অসংখ্য অমূল্য ধনভান্ডার অর্জিত হবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এটা পছন্দ করে যে, আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত কালে আল্লাহ পাক তার উপর সন্তুষ্ট থাকুক, তবে তার উচিৎ, আমার উপর অধিক হারে দরূদ শরীফ পাঠ করা।

(ফিরদৌসুল আখবার, বাবুল মীম, ২/২৮৪, হাদীস: ৬০৮৩)

কলীল রুজী পে দো কনা'আত, ফুযোল গোয়ী ছে দে দো নফরত।
দুরূদ পড়তা রহুঁ বকছরত, নবীয়ে রহমত শফীয়ে উম্মত।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইয়াতিম কাকে বলে?

প্রশ্ন: ইয়াতিম কাকে বলে? কত বছর বয়স পর্যন্ত ছেলে বা মেয়ে ইয়াতিম থাকে?

www.dawateislami.net

উত্তর: ঐ নাবালিগ ছেলে বা মেয়ে যার পিতা ইন্তিকাল করেছে, সে ইয়াতিম।(১) ছেলে বা মেয়ে সে সময় পর্যন্ত ইয়াতিম থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত বালিগ (প্রাপ্ত বয়স্ক) না হয়। যখনই বালিগ হবে তখন আর ইয়াতিম থাকবে না। যেমন- প্রখ্যাত মুফাস্সির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: বালিগ হয়ে গেলে সন্তান ইয়াতিম থাকে না। মানুষের ঐ সন্তান ইয়াতিম যার পিতা ইন্তিকাল করেছে। পশু পাখির সে বাচ্ছা ইয়াতিম, যার মা মারা যায়। সে মুক্তা ইয়াতিম, যা শামুকের মধ্যে একা থাকে, তাকে দুররে ইয়াতিম বলে যা মহা-মুল্যবান হয়।(২)

ইয়াতিমের মাথায় হাত বুলানোর ফযীলত

প্রশ্ন: ইয়াতিমের সাথে উত্তম আচরণ করা ও তার মাথায় হাত বুলানোতেও কি কোন ফযীলত রয়েছে?

উত্তর: ইয়াতিমের সাথে উত্তম আচরণ করা ও তার মাথায় হাত বুলানো সম্পর্কে হাদীসে পাকে মহান ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। যেমন: **উত্তম চরিত্রের ধারক-বাহক, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মুসলমানদের ঘর সমুহের মধ্যে সে ঘর সর্বোত্তম, যেখানে ইয়াতিমের সাথে উত্তম আচরণ করা হয় এবং মুসলমানদের ঘর সমুহের মধ্যে সে ঘর অধিক নিকৃষ্ট, যেখানে ইয়াতিমের সাথে দূর্ব্যবহার করা হয়।(৩)

(১) (দুররুল মুখতার, কিতাবুল ওয়াছাসা, ১০/৪১৬)
(২) (নুরুল ইরফান: পারা: ৪, আন্ নিছা, আয়াত: ২ এর পাদটীকা)
(৩) (ইব্‌নে মাজাহ, কিতাবুল আদব, বাবু হক্‌কুল ইয়াতীম, ৪/১৯৩, হাদীস: ৩৬৭৯)

www.dawateislami.net

অপর এক হাদীসে পাকে ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি ইয়াতিমের মাথায় শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য হাত বুলাবে, তবে যতগুলো চুলের উপর দিয়ে তার হাত অতিক্রম করবে, প্রত্যেক চুলের বিনিময়ে তার জন্য নেকী রয়েছে। আর যে ব্যক্তি ইয়াতিম ছেলে বা মেয়ের উপর অনুগ্রহ করবে আমি ও সে জান্নাতের মধ্যে (দু'টি আঙ্গুলকে একত্রিত করে ইরশাদ করলেন:) এভাবে থাকবো।(১)

উক্ত হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত মুফাস্সির, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: ব্যক্তি আপন আত্মীয় বা অপরিচিত ইয়াতিমের মাথায় মুহব্বত ও করুনা স্বরূপ হাত বুলাবে । যদি এ মুহাব্বত শুধুমাত্র **আল্লাহ পাক ও রাসুল** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টির জন্য হয়, তাহলে প্রতিটি চুলের বিনিময়ে সে নেকী লাভ করবে। এই সাওয়াব শুধুমাত্র খালি হাত বুলানোর জন্য। যে তার জন্য সম্পদ খরচ করবে, তার খিদমত করবে তাকে শিক্ষা-দীক্ষা দিবে, চিন্তা করুন তার সাওয়াব কত হবে? (২) ইয়াতিমের মাথায় হাত বুলানোর দ্বারা নেকী অর্জনের সাথে সাথে অন্তরের কঠোরতা দূরীভূত হয় এবং উদ্দেশ্য পূরণ হয়। যেমন: হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি **নবী করীম, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান দরবারে উপস্থিত হয়ে নিজের

(১) (মুসনদে ইমাম আহমদ, মসনদুল আনছার, হাদীস আবি উমামা তুল বাহিলী, ৮/২৭২, হাদীস: ২২২১৫)
(২) (মিরআতুল মানাজীহ, ৬/৫৬২)

অন্তরের কঠোরতার অভিযোগ করলো, তখন রাসূলে পাক, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তুমি কি চাও তোমার অন্তর নরম হয়ে যাক এবং তোমার উদ্দেশ্য পূরণ হোক? তাহলে ইয়াতিমের উপর দয়া করো এবং তার মাথায় হাত বুলিয়ে ও নিজের খাবার হতে তাকে আহার করাও। এমন করার দ্বারা তোমার অন্তর নরম হবে এবং উদ্দেশ্য পূরণ হবে।(১)

ইয়াতিমের মাথায় হাত বুলানোর পদ্ধতি

প্রশ্ন: ইয়াতিমের মাথায় হাত বুলানোর পদ্ধতি কী?

উত্তর: যখনই কোন ইয়াতিম বাচ্চার মাথায় হাত বুলাতে হয় তখন মাথার পিছন থেকে হাত বুলিয়ে সামনের দিকে নিয়ে আসুন। যেমন হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: যদি ইয়াতিম ছেলে হয় তাহলে তার মাথায় হাত বুলানোর মধ্যে সামনের দিকে নিয়ে আসুন এবং যদি তার পিতা থাকে (অর্থাৎ ছেলে ইয়াতিম না হলে) তাহলে হাত বুলানোর মধ্যে ঘাড়ের দিকে নিয়ে যাবেন।(২)

ইয়াতিমের প্রদত্ত বস্তু পানাহার করা যাবে না

প্রশ্ন: ইয়াতিমের দানকৃত বস্তু পানাহার করা যাবে কিনা?

উত্তর: ইয়াতিম কাউকে নিজের কোন বস্তু দান করতে পারবে না। কেননা "দান শুদ্ধ হওয়ার শর্ত সমূহের মধ্যে একটা শর্ত হচ্ছে,

---

(১) (মাজমাউয যাওয়ায়েদ, কিতাবুল বিররি ওয়াছ্ছেলাহ, ৮/২৯৩, হাদীস: ১৩৫০৯)
(২) (মু'জামুল আউসাত, মিন ইসমিহী আহ্মদ, ১/৩৫১, হাদীস: ১২৭৯)

দানকারী বালিগ (প্রাপ্ত বয়স্ক) হওয়া।”(১) যেহেতু ইয়াতিম নাবালিগ হয়ে থাকে। তেমনি অন্য লোকও নাবালিগের সম্পদ দান করতে পারবে না। যেমন সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: পিতার জন্য, অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলের সম্পদ অন্য জনকে দান করে দেয়া বৈধ নয়। যদিও বিনিময় নিয়ে দান করে, তাও নাজায়েয, আর স্বয়ং সন্তানও নিজের সম্পদ দান করতে চাইলে দান করতে পারবে না। অর্থাৎ সে দান করে দিলো এবং যাকে দান করলো তার থেকে ফেরত নিয়ে নিবে। কেননা নাবালিগের দান জায়েজ নয়। এ বিধান সদকার ক্ষেত্রেও। কেননা নাবালিগ নিজের সম্পদ না নিজে সদকা করতে পারবে, না তার পিতা। এ কথা খুব ভালো ভাবে স্মরণ রাখা উচিৎ অধিকাংশ লোক অপ্রাপ্ত বয়স্ক থেকে কোন বস্তু নিয়ে ব্যবহার করে থাকে। মনে করে যে, সে দিয়ে দিলো বস্তুত এ দেওয়াটা না দেওয়ার আওতায়। কিছু মানুষ অপরের সন্তানের দ্বারা (কূপ) হতে পানি ভর্তি করে পান করে বা অযু করে বা অন্যভাবে ব্যবহার করে এগুলো নাজায়েজ। কেননা সে পানির মালিক উক্ত সন্তান হয়ে যায় এবং তা দান করতে পারবে না, অতঃপর অন্য ব্যক্তির জন্য সেগুলোর ব্যবহার কি ভাবে বৈধ হবে? যদি পিতা মাতা সন্তানকে এ জন্য কোন বস্তু দিলেন, যেন সেগুলো মানুষকে দান করে দেয় অথবা ফকীরদেরকে সদকা করে দেয় যাতে দেওয়ার

(১) (বাহারে শরীয়াত, ৩/৬৯, ১৪তম অংশ)

এবং সদকা করার অভ্যাস হয় এবং সম্পদ ও দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা কম হয় তাহলে এমন দান ও সদকা জায়েজ। কেননা এখানে নাবালেগের সম্পদের দান ও সদকা হয়নি বরং পিতা সম্পদের এবং সন্তান তা প্রদানের জন্য উকিল হলো। যেভাবে সাধারনত দরজায় ভিক্ষুক যখন ভিক্ষা চায় তখন শিশুদের দ্বারাই ভিক্ষা দেয়া হয়।(১)-(২)

ইয়াতিমের সম্পদ বেপরোয়াভাবে ব্যবহার করা

প্রশ্ন: যখন ঘরের কোন সদস্যের ইন্তিকাল হয়ে যায় তখন কোন কোন সময় সে ইয়াতিম শিশু ও সম্পদ রেখে যায় এবং তার পরিত্যক্ত সম্পদ বন্টন ও করা হয় না এমতাবস্থায় কী করা উচিৎ?

উত্তর: ইলমে দ্বীন হতে দূরে থাকার এবং মুর্খতার কারণে সাধারনত উত্তরাধিকারীদের মাঝে পরিত্যক্ত সম্পদ বন্টন করা হয়না। অধিকাংশ ওয়ারিশদের মধ্যে ইয়াতিম ছেলে- মেয়েরাও অন্তর্ভূক্ত হয় এবং লোকেরা সংকোচ ছাড়াই সে ইয়াতিমদের সম্পদ পানাহার করে এবং বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করে। বস্তুত এসব নাজায়িয। আর সেদিকে কারো ভ্রুক্ষেপও হয় না। স্মরণ রাখুন! মৃতের ওয়ারিশদের মধ্যে যদি কোন ইয়াতিম থাকে তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত পরিত্যক্ত সম্পদ বন্টন করে ইয়াতিমের

---

(১) (বাহারে শরীয়াত: ৩/৮১, ১৪তম অংশ)

(২) (নোবালেগ শিশু দ্বারা পানি ভর্তি করানো এবং পানি শরীয়াত মতে তার মালিকানায় হওয়া বা না হওয়ার বিস্তারিত জানার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত রিসালা "পানি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা" এর ২০ হতে ২৫ পৃষ্ঠা পাঠ করুন। **(ফয়যানে মাদানী মুযাকারা বিভাগ)**

www.dawateislami.net

সম্পদ (অংশ) পৃথক করা হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত সে গুলো হতে মৃতের ইছালে সাওয়াবের জন্য সদকা ও খায়রাত ইত্যাদি করতে পারবে না। পারা: ৪, সূরা নিসা, আয়াত নং ১০ এ আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন:

اِنَّ الَّذِیۡنَ یَاۡكُلُوۡنَ اَمۡوَالَ الۡیَتٰمٰی ظُلۡمًا اِنَّمَا یَاۡكُلُوۡنَ فِیۡ بُطُوۡنِهِمۡ نَارًا ؕ وَ سَیَصۡلَوۡنَ سَعِیۡرًا ﴿۱۰﴾

কানযুল ঈমান হতে অনুবাদ: ঐ সব লোক, যারা ইয়াতিমদের ধন- সম্পদ অন্যায় ভাবে গ্রাস করে, তারা তো তাদের পেটের মধ্যে নিরেট আগুনই ভর্তি করে এবং অনতিবিলম্বে তারা জ্বলন্ত আগুনে যাবে।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সীর হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহ্‌মদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "যখন ইয়াতিমের সম্পদ নিজের সম্পদের সাথে মিশ্রিত করে খাওয়া (কিছু ক্ষেত্রে) হারাম হলো তখন পৃথক ভাবে খাওয়াও অবশ্যই হারাম। এ দ্বারা জানা গেলো, ইয়াতিমকে দান করা যাবে কিন্তু তার দান গ্রহণ করা যাবে না। এটাও বুঝা গেলো, ওয়ারিশদের মধ্যে যারা ইয়াতিমও রয়েছে তার পরিত্যক্ত সম্পদ হতে যিয়াফত, ফাতিহা, খায়রাত করা হারাম এবং সে খাবারের ব্যবহার হারাম। প্রথমত: সম্পদ বন্টন করা অতঃপর বালিগ ওয়ারিশ নিজের সম্পদ হতে খায়রাত করবে।" আরো বলেন: "যখন মৃত ব্যক্তির ইয়াতিম বা উত্তরাধিকারী অনুপস্থিত থাকবে তখন অংশীদার সম্পদ হতে তার ফাতিহা তীযা ইত্যাদি হারাম। কেননা তাতে ইয়াতিমের হক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বরং

প্রথমে বন্টন কর অতঃপর কোন প্রাপ্ত বয়স্ক ওয়ারিশ নিজের অংশ হতে এ সব কাজ সমাধা করবে। তা না হলে যেই সেগুলো খাবে সে দোযখের আগুন খাবে। কিয়ামতের দিন তার মুখ হতে ধোঁয়া বের হবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছেঃ অন্যায়ভাবে ইয়াতিমের সম্পদ ভক্ষণকারী কিয়ামতের দিন এভাবে উঠবে যে, তাদের মুখ, কান ও নাক হতে বরং তাদের কবর হতে ধোঁয়া বের হবে। যার ফলে সে চিনা যাবে যে, সে হলো ইয়াতিমের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাসকারী।"[১]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্তমান অবস্থা খুবই শোচনীয়, ইয়াতিমদের সম্পদ গ্রাস করা হতে বাঁচার মানসিকতাই নেই। ঘরের মধ্যে কারো মারা যাওয়াতে যদি সকল উত্তরাধিকারী বালিগ হয় সেখানে তো একে অপরের হক মাফ করাতে পারে এবং যদি একজনও নাবালিগ শিশু উত্তরাধিকারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে যে লোক শরীয়াতের প্রতি মনোযোগী সে কঠিন পরীক্ষায় পড়ে যায়। কেননা বর্তমানে পরিবারের সকলের মানসিকতা তৈরী করা এক জনের দ্বারা সম্ভব নয়। যদি কোথাও স্পষ্টভাবে অথবা অস্পষ্টভাবে জানা যায়, মৃতের ঘরের লোকেরা এখনও পর্যন্ত পরিত্যক্ত সম্পদ বন্টন করেনি এবং মৃতের ওয়ারিশদের মধ্যে নাবালিগও রয়েছে তাহলে সেখানে পানাহার ইত্যাদি হতে বেঁচে থাকা চাই।[২]

---

(১) (দুররে মনসুর, পারাঃ ৪, সূরা নিসা, আয়াত; ১০ নং এর পাদটীকা, ২/৪৪৩, কিছু শব্দের পরিবর্তনের সাথে)

(২) **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** যদি কারো ঘরে মানুষ মারা যায় এবং মৃত ব্যক্তি পরিত্যক্ত সম্পদ রেখে যায় তাহলে খুব তাড়াতাড়ি দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত হতে শরয়ী ☞

www.dawateislami.net

ইয়াতিমের সম্পদ ভক্ষণ করা থেকে বেঁচে থাকার আগ্রহ

প্রশ্ন: ইয়াতিমের সম্পদ ভক্ষণ করা হতে বাঁচার উপায় সম্পর্কিত দু'একটি ঘটনা বর্ণনা করুন। যাতে ইয়াতিমের সম্পদ ভক্ষণ করা থেকে বাঁচার আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

উত্তর: ইয়াতিমের সম্পদ অন্যায় ভাবে ভক্ষণ করার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে যে সতর্কবাণী রয়েছে সেগুলোর উপর চিন্তা করে নিজে নিজেকে ভীতি প্রদর্শন করুন তাহলে اِنْ شَآءَ الله তা হতে বাঁচার সফলতা অর্জন করতে পারবে। যাহোক একজন সচেতন দা'ওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লিগের ঘটনা উপস্থাপন করা হচ্ছে اِنْ شَآءَ الله আপনি সেখান থেকে সতর্কতার যথেষ্ট সুগন্ধিময় মাদানী ফুল আহরণ করতে পারবেন। যেমন:একজন দা'ওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লিগ আপন সফরে কোন কোন সময় এমন একটি ঘরে অবস্থান করতেন, যেখানে তিন সহোদর ভাই একত্রে থাকতেন। সকলের বড় ভাই মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী ছিলো। তার ইন্তিকাল হয়ে গেলো, সে দা'ওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লিগকে পরের সফরে সেই ঘরে অবস্থান করতে হলো এবং কথার মাঝখানে এ কথাটি সামনে আসল যে, মৃতের দু'জন নাবালিগ (অপ্রাপ্ত বয়স্ক) শিশু রয়েছে এবং তার পরিত্যক্ত সম্পদ বন্টন হয়নি। ঘরের সকল সদস্য মিলে মিশে এখনও পূর্বের ন্যায় পানাহার করছে এবং ঘরের সব বিষয়ে খরচ বহন করছে এবং

☜ ফয়সালা নিয়ে সে পরিত্যক্ত সম্পদ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করে নেয়া হয় এতে অনেক নিরাপত্তা ও শান্তি রয়েছে। **(ফয়যানে মাদানী মুযাকেরা বিভাগ)**

উক্ত মুবাল্লিগকেও সে সম্পদ থেকে আপ্যায়ন করা হচ্ছে। তিনি ঘাবড়িয়ে গেলেন এবং তিনি মৃতের সে ভাইকে যিনি এখন উক্ত দুই ইয়াতিম শিশুর অভিভাবক ছিলেন তাকে বললেন: আমি আপনার এখানে অবস্থান করতে পারবো না আর পানাহার করতে পারবো না এবং আপনার গাড়ীতে আরোহন করতে পারবো না। কেননা আপনার ঘরে প্রতিটি বস্তুর মধ্যে উক্ত দুই ইয়াতিম শিশুরও অংশ সম্পৃক্ত হয়ে গেছে এবং আমি সে দুই ইয়াতিম শিশুর সম্পদের মধ্যে কিভাবে হস্তক্ষেপ করবো? ফলে সে মুবাল্লিগে দা'ওয়াতে ইসলামী উক্ত ঘর ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে গেলেন এবং তিনি নিজের অন্তরের প্রশান্তির লক্ষে দুই ইয়াতিম শিশুর জন্য উপযুক্ত টাকা জোরকরে পেশ করলেন। আর এটাও নিয়্যতের মধ্যে সম্পৃক্ত করলেন যে, আমার কারণে যে সকল ইসলামী ভাই সাক্ষাৎ ইত্যাদির জন্য এসেছেন এবং এখানে পানাহার করেছেন তারাও দায়মুক্ত হয়ে যায় সে মুবাল্লিগে দা'ওয়াতে ইসলামীর বুঝানোর প্রেক্ষিতে এখন সে ঘরের মালিকগণ পরিত্যক্ত সম্পদের প্রতিটি বস্তুর হিসাব করে নাবালিগ শিশুদের অংশ পৃথক করে সংরক্ষণ করে নিলেন।[১]

(শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এক মাদানী মুযাকারায় নিজের ঘটনা এভাবে বর্ণনা করলেন:)

---

(১) **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** সে সচেতন মুবাল্লিগ হলেন শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه।

(ফয়যানে মাদানী মুযাকেরা বিভাগ)

আমার বড় ভাই যখন ইন্তিকাল করে তখন সে সময় পর্যন্ত মরহুম পিতা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর পরিত্যক্ত সম্পদ বন্টন হয়নি। তাঁর পরিত্যক্ত সম্পদের মধ্যেই ব্যবসা-বাণিজ্য চলছিলো। বড় ভাইজান ইন্তিকাল হওয়াতে আমি কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হলাম। কেননা তাঁর পাঁচ জন ইয়াতিম শিশুও ছিলো এবং তাদের সম্পদও ছিলো। এখন ভাইয়ের মালিকানাধীন প্রতিটি বস্তুতে তাদের সকলের হক অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه আমি শরীয়াত মতে পরিত্যক্ত সম্পদ বন্টন করলাম এবং তাদেরকে আরো অতিরিক্ত দিলাম যাতে আমার কাছে তাদের কোন হক থেকে না যায়। কিন্তু এরপরও ভয় আসতো যে, কোথাও যেন সে ইয়াতিমদের সম্পদের মধ্যে আমার দ্বারা হক নষ্ট না হয়ে যায়। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه এখন আমার পাঁচ ভাতিজা বালিগ হয়ে গেছে এবং আমি আমার পাঁচ ভাতিজা ও তাদের আম্মাজান থেকে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি। আল্লাহ পাক তাদের মঙ্গলময় দীর্ঘায়ু দান করুক এবং সবসময় আপন হিফাজত ও নিরাপত্তার মধ্যে রাখুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ইয়াতিম ক্ষমা করতে পারে না

প্রশ্ন: যদি ইয়াতিম শিশু খুশি মনে ক্ষমা করে দেয় তাহলে কি ক্ষমা হতে পারে? তেমনি মাসয়ালা না জানার ফলে যে ব্যক্তি নাবালিগ বা ইয়াতিমের সম্পদ ভক্ষণ করলো এবং এটাও জানেনা যে, কতগুলো খেলো এবং এখন সে সন্তান বালিগ হয়ে গেলো এমতাবস্তায় তার কি করা উচিৎ?

উত্তর: নাবালিগ সন্তান ক্ষমা করতে পারে না, যদি সে ক্ষমা করে দেয় তবুও ক্ষমা হবে না। তাই মাসয়ালা না জানার ফলে যে ব্যক্তি নাবালিগ বা ইয়াতিমের সম্পদ ভক্ষণ করেছে সে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে ততটুকু সম্পদ তাদেরকে ফিরিয়ে দেবে এবং সাথে তাদের কাছে ক্ষমাও চাইবে। অবশ্যই বালিগ হওয়ার পর সে "পূর্বের নাবালিগ বা ইয়াতিম" নিজ সন্তুষ্টিতে চাইলে ক্ষমাও করতে পারে। কিন্তু ক্ষমা চাওয়ার স্থলে তাদের সম্পদই ফিরিয়ে দেয়া উচিৎ। অতঃপর যদি সে সম্পদ নেওয়ার স্থলে ক্ষমা করে দেয় তাহলে সেটা তাদেরই ইচ্ছা। কেননা, আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীনও মিল্লাত, মাওলানা ইমাম আহ্‌মদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ইয়াতিমের হক কারো ক্ষমা করার দ্বারা ক্ষমা হয় না এমনকি স্বয়ং ইয়াতিমের দাদা বা মাতা কোন নাবালিগের মাতা পিতা এর হক কাউকে ক্ষমা করে দিলে, কখনো ক্ষমা হবে না। فَاِنَّ الْوِلَايَةَ لِلنَّظْرِ لَا لِلضَّرَرِ কেননা অভিভাবকত্ব তদারকীর জন্য অর্জন হয় ক্ষতি করার জন্য নয়। বরং স্বয়ং ইয়াতিম ও নাবালিগও ক্ষমা করতে পারে না। তাদের ক্ষমা করাটা গ্রহণ যোগ্য হবেনা لِلْحِجْرِ التَّامِ عَمَّا هُوَ ضَرَرٌ (কেননা ক্ষতির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা থেকে তাদেরকে পরিপূর্ণ ভাবে বিরত রাখা হয়েছে।) ইয়াতিমের যথাযথ হক অবশ্যই দিতে হবে। আর যা বের করা সম্ভব, তার উচিৎ সেগুলো তাকে দেয়া। অবশ্যই ইয়াতিম বালিগ হওয়ার পর ক্ষমা করে দিলে ক্ষমা হতে পারে।[১]

---

(১) (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৬/৪৯৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

ছেলে ও মেয়ে বালিগ হওয়ার বয়স

প্রশ্নঃ ছেলে ও মেয়ে কখন বালিগ হয়?

উত্তরঃ হিজরী সনের হিসাবে ১২ হতে ১৫ বছরের মাঝামাঝি যখনই ছেলের (বীর্যপাত) ধাতু বের হলে অথবা ঘুমের মধ্যে স্বপ্নদোষ হলে অথবা তার সাথে সহবাসের কারণে মহিলা গর্ভবতী হয়ে গেলে, তাহলে এমন অবস্থায় সে বালিগ হয়ে গেলো আর তার উপর গোসল ফরয হয়ে গেলো। যদি এমন না হয় তাহলে হিজরী সন অনুসারে ১৫ বছর হলেই বালিগ হবে। তেমনি ভাবে হিজরী সন হিসাবে ৯ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে মেয়ের যখনই স্বপ্নদোষ হয় বা হায়েয (ঋতুস্রাব) আসে অথবা গর্ভবতী হয় তাহলে বালিগা (প্রাপ্ত বয়স্কা) হয়ে গেলো। আর তা না হলে হিজরী সন অনুসারে ১৫ বছর হতেই বালিগা।[১]

কবরের উপর বসা হারাম

প্রশ্নঃ কবরের উপর বসা কেমন?

উত্তরঃ কবরের উপর বসা হারাম। দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত ১২৫০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব, "বাহারে শরীয়াত" ১ম খন্ড, ৮৪৭ পৃষ্ঠায় রয়েছেঃ "কবরের উপর বসা, ঘুমানো, চলা-ফেরা, পায়খানা-প্রস্রাব করা হারাম। কবর স্থানে যে নতুন রাস্তা (পথ) বের করা হয় তা দিয়ে চলাফেরা করা নাজায়েয। যদিও নতুন হওয়ার

(১) (আদ দুররুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, কিতাবুল হাজরঃ ফদলু, বুলুগিল গোলাম বিল ইহতিলাম, ৯/২৫৯-২৬০ সংক্ষেপিত)

www.dawateislami.net

ব্যাপারে সে অবগত হোক অথবা তার ধারণা হোক”। নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমাদের মধ্যে কেউ আগুনের টুকরায় বসা এবং সেটি তার কাপড়কে জ্বালিয়ে চামড়া পর্যন্ত পোঁছে যাওয়া তার জন্য, কারো কবরের উপর বসার চেয়ে উত্তম।(১)

হযরত সায়্যিদুনা উমারা বিন হাযাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْهُ বলেন: রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে একটি কবরের উপর বসতে দেখলেন তখন ইরশাদ করলেন: হে কবরের উপর উপবিষ্টকারী ব্যক্তি! নিচে নেমে এসো, তুমি কবর বাসীকে কষ্ট দিও না এবং সেও তোমাকে কষ্ট দিবে না।(২)

মুসলমানদের কবর গুলোকে পদদলিত করা জায়েয নেই

প্রশ্ন: কবর স্থানে চতর্দিকে কবর থাকলে তাহলে কী আপনজন ও আত্নীয়দের ইছালে সাওয়াব করার জন্য তাদের কবর পর্যন্ত যেতে পারবে?

উত্তর: ইছালে সাওয়াব করার জন্য আপনজন ও আত্নীয়দের কবর পর্যন্ত যেতে পারবে। কিন্তু সেখানে পোঁছার জন্য অন্য মুসলমানদের কবর গুলোকে পদদলিত করা জায়েজ নেই। “হাদীকায়ে নাদীয়াতে” রয়েছে: পায়ের আপদ সমুহের মধ্যে হতে কবরের উপর চলাও একটি বিপদ।(৩) যদি অপরের

---

(১) (মুসলিম, কিতাবুল যানায়েয, আন্নাহয়ি আনিল জুলুছি আ'লাল কবরি, ৪৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৯৭১)
(২) (মাজমাউয যাওয়ায়েদ, কিতাবুল যানায়েজ, বাবুল বিনা আলাল কবরি, ৪৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৯৭১)
(৩) (হাদীকায়ে নাদীয়া ২/৫০৪)

www.dawateislami.net

কবরের উপর পা রাখা ছাড়া নিজের আপনজন ও আত্মীয়দের কবর পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে দূর হতে ফাতিহা পড়ে নিন। কেননা কবর পর্যন্ত যাওয়া মুস্তাহাব এবং মুসলমানের কবরে চলাচল করা হারাম, মুস্তাহাব কাজের জন্য হারাম কাজ করার শরীয়াতে অনুমতি নেই। আমার আক্বা, আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীনও মিল্লাত, মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: এটা লক্ষ্য রাখা উচিৎ, যে কবরের পাশে বিশেষ করে যেতে চায় সে কবর পর্যন্ত এমন পুরাতন রাস্তা থাকে যেটা কবর গুলোকে ধ্বংস করে বানানো হয়নি, যদি কবরের উপর দিয়ে যেতে হয় তাহলে অনুমতি নেই, রাস্তার মাথায় দূরে দাঁড়িয়ে একটি কবরের দিকে মুখ করে ইছালে সাওয়াব করবেন।(১)

হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: আমার নিকট তরবারীর উপর চলা, মুসলমানদের কবরের উপর দিয়ে চলার চেয়ে অধিক পছন্দনীয়।(২) বাহরুর রায়িকে রয়েছে: কবর সমূহের যিয়ারত এবং মুসলমান মৃতদের জন্য দোয়া করাতে কোন অসুবিধা নেই, শর্ত হচ্ছে, যদি কবর সমূহকে পদদলিত করা না হয়।(৩) ফাতহুল কদীরে বর্ণিত রয়েছে: কবরের উপর বসা এবং সেটাকে পদদলিত করা মাকরূহ। তাই সে সকল লোক যাদের

---

(১) (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৫২৪)

(২) (ইবনে মাযাহ, কিতাবুল জানায়েজ, বাবু মা জাআ ফিন্নাহয়ি আলিল মাশী ২/২৪৯- ২৫০, হাদীস: ৫৬৭ সংক্ষেপিত)

(৩) (বাহ্‌রুর রায়েক, কিতাবুর জানায়েজ, ফছলুচসুলতান আহাক্কু বিছালাতিহী, ২/৩৪২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

আত্মীয় স্বজনের আশেপাশে অন্যদের কবর থাকে, তাদের কবর গুলোকে পদদলিত করা নিজেদের নিকটাত্মীয়ের কবর পর্যন্ত পৌঁছার জন্য মাকরূহ।(১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুসলমানদের কবর সমূহকে আদব ও সম্মান করুন! আর সেগুলোকে পদদলিত করা থেকে বেঁচে থাকুন। বিশেষ করে মক্কায়ে মুকাররামা ও মদীনায়ে মুনাওয়ারায় زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا গমনকারী আশিকানে রাসূল জান্নাতুল মুয়াল্লা ও জান্নাতুল বাক্বীতে শায়িতদের খিদমতে কবর স্থানের বাহিরেই দাঁড়িয়ে সালাম পেশ করুন এবং দোয়া চান। কেননা বর্তমানে সাহাবায়ে কিরাম আহলে বাইতে আত্বহার رِضْوَانُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن ও আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام এর মাজার সমুহ এবং সাধারণ মুসলমানদের কবর সমুহকে শহীদ করে দেয়া হয়েছে। যদি আপনি ভিতরে যান তাহলে কখনো যেন এমন না হয় যে, আপনার পা কারো মাজার শরীফের উপর পড়ে যায় এবং বেয়াদবী হয়ে যায়। আল্লাহ পাক আমাদেরকে বেয়াদবী হতে রক্ষা করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

যু হে বা আদব ওয়াহ বড়া বা নসীব আওর,
যু হে বে আদব ওহ নেহায়ত বুরা হে। (ওয়াসায়িলে বখশিশ)

(১) (ফাতহুল কদীর, কিতাবুচ্ছালাত, বাবুশ শহীদ, ২/১০২)

শিশুদেরকে ঘুমপাড়ানোর জন্য আফিম (নেশা জাতীয় দ্রব্য) খাওয়ানো

প্রশ্ন: শিশুদেরকে ঘুমপাড়ানোর জন্য আফিম খাওয়ানো কেমন?

উত্তর: ফতোওয়ায়ে রযবীয়া ২৪ খন্ড, ১৯৮ পৃষ্ঠায় এ উল্লেখ রয়েছে: আফিম হারাম, (কিন্তু) নাপাক নয়, (তাই) বাহ্যিক শরীরের বাহ্যিক অংশের উপর এর ব্যবহার জায়েজ। শিশুদেরকে ঘুমপাড়ানোর জন্য বা কান্না বন্ধ করার জন্য আফিম দেয়া হারাম। আর সেটা প্রদানকারী গুনাহগার হবে, শিশু গুনাহগার হবে না। আফিমের মাঝে সত্তরটি অমঙ্গল রয়েছে। যেমন- প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: মিসওয়াকের সত্তরটি উপকারিতা রয়েছে, যেগুলোর মধ্য থেকে একটি হলো; মিসওয়াকারীর মৃত্যুর সময় কলেমা নবীব হয়। এটি পায়রিয়া নামক রোগ হতে সুরক্ষিত রাখে। স্মরণশক্তির দূর্বলতা দূলীভূত করে, দাঁত ও পাকস্থলিকে শক্তিশালী করে, চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি করে। আর আফিমের মাঝে সত্তরটি অমঙ্গল রয়েছে, যেগুলোর মধ্য থেকে একটি হলো; তার (আফিম সেবনকারীর) মন্দ মৃত্যু হওয়ার আশংকা থাকে।[১]

গর্ভবতী মহিলাকে তালাক দেয়ার বিধান

প্রশ্ন: গর্ভবতী মহিলাকে তালাক দিলে কী তালাক পতিত হয়?

---

(১) (মিরাতুল মানাজিহ, ১/২৭৫)

উত্তর: গর্ভকালীন তালাক না দেয়াই উচিৎ। কিন্তু তারপরও যদি কেউ আপন গর্ভবতী স্ত্রীকে তালাক দেয়, তাহলে তালাক পতিত হবে। পারা: ২৮, সূরা: আত তালাকের আয়াত নং ৪ এ আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ؕ

কানযুল ঈমান হতে অনুবাদ: আর গর্ভবতীদের মেয়াদ এ যে, তারা তাদের গর্ভস্থ সন্তান প্রসব করে নেবে।

অন্যত্র ইরশাদ করেন:

وَاِنْ كُنَّ اُولَاتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ

(পারা: ২৮, আত তালাক: ৬)

কানযুল ঈমান হতে অনুবাদ: আর যদি গর্ভবতী হয়, তবে তাদের জন্য ব্যয় করো, যতদিন না তারা সন্তান প্রসব করে।

কুরআন পাকে গর্ভবতী মহিলার ইদ্দত ও তার ভরণ পোষণ এর বর্ণনা করা এ কথার দলীল (প্রমান) যে, গর্ভ অবস্থায় তালাক পতিত হয়। স্মরণ রাখুন! গর্ভবতী মহিলাদের ইদ্দত শিশু জন্ম হওয়া পর্যন্ত। চাই সে ইদ্দত তালাকের হোক বা ওফাতের হোক। যখনই শিশু জন্ম হবে ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে। যেমন একদিনের মধ্যে শিশু জন্ম হয়ে গেলো, তাহলে একদিনের মধ্যেই ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে এবং যদি ছয় মাসের মধ্যে শিশু জন্ম হয় তাহলে ছয় মাস পর্যন্ত ইদ্দত থাকবে।

www.dawateislami.net

কন্যার বাপের বাড়ীর পক্ষ থেকে প্রদত্ত উপঢৌকনের মালিক কে?

প্রশ্ন: কন্যার পক্ষ থেকে উপঢৌকন পুরুষ বা মহিলা এদের মধ্য হতে কে মালিক হয়?

উত্তর: উপঢৌকনের মালিক মহিলাই হয়।[১] বিবাহ শাদীর সময় মেয়েকে যা কিছু উপঢৌকনের মধ্যে (বিভিন্ন অলংকার ও অন্যান্য আসবাব পত্র) পিতা মাতা, আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশী এবং ছেলের পরিবারের লোকজনের পক্ষ হতে যা দেয়া হয়, সে সবকিছুর মালিক কনেই হবে, কেননা উপঢৌকনের ব্যাপারে ফকীহগণ ওরফ (সমাজে যেমন প্রচলন রয়েছে সেটা) কে গ্রহণ যোগ্য মনে করে। ফিকাহের কিতাব গুলোতে আরব ও অনারবের ব্যাপারে সেভাবেই লিখেছে। যে উপঢৌকন ও বিবাহের সময় কন্যাকে উভয় পক্ষ হতে যে সব অলংকার ও কাপড় ইত্যাদি দেয়া হয় সে গুলো কন্যার মালিকানাই হয়, তাই ওর্‌ফ এর ভিত্তিতে হবে। এমনকি তালাকের পরেও এ সকল অলংকার ইত্যাদি যে গুলো বরের পক্ষ হতে কনেকে দেয়া হয়, এ সব কিছুর মালিক কনেই হবে। বাংলাদেশ ও ভারতে এমনই প্রচলিত রয়েছে, বিবাহের সময় কনেকে মালিক বানিয়ে অলংকার ইত্যাদি দেয়া হয়। ফেরত নেয়ার জন্য নহে। তালাকের পর যদি কোন পরিবারে এ প্রচলন থাকে যে, ছেলের

(১) (রদ্দুল মুখতার, কিতাবুত তালাক, মুতলাবু ফিমা লিউফাত ইলায়হি বিলা জিহাজি ইয়ালিকু বিহী, ৫/৩০২)

www.dawateislami.net

পক্ষরা আপন অলংকার গুলো ফিরিয়ে নেয় তাহলে সে প্রচলন গ্রহণ যোগ্য হবে না। কনে যে জিনিস গুলোর মালিক হয়ে গেল, তাতে পরিবারের লোকেরা যদি এমন সিদ্ধান্ত নেয় যে, তালাকের পর সেগুলো হতে তার মালিকানা রহিত করে নেয়া হবে তাহলে এ প্রচলন শরীয়াতের পরিপন্থি অবশ্যই যদি কোন সম্প্রদায়ে প্রচলন থাকে যে, দেয়ার সময় মালিক বানিয়ে না দেয় বরং ধার স্বরূপ দেয়া হয় এবং পরিবারের লোকেরা সে ওরফের উপর স্বাক্ষী থাকে তাহলে সে ওরফ গ্রহণ যোগ্য হবে এবং মেয়ে মালিক হবে না।(১)

এমনকি যদি পিতা কন্যার জন্য যৌতুকের ব্যবস্থা করল এবং সেগুলো কন্যাকে আর্পন করে দিল। অর্থাৎ মালিক বানিয়ে দিয়ে দিল তবে এখন পিতাও তা ফেরত নিতে পারবে না। যেমন দুররে মুখতারে উল্লেখ রয়েছেঃ কোন ব্যক্তি নিজ কন্যাকে কিছু উপঢৌকন দিল এবং সেগুলো তাকে আর্পনও করে দিলো তবে এখন তা থেকে ফিরিয়ে নিতে পারবে না। আর তার মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারীও ফেরত নিতে পারবে না, বরং সেগুলো বিশেষ করে কনের মালিকানায় থাকবে। আর এর উপরই ফতোয়া দেয়া যায়। শর্ত হচ্ছে তিনি উক্ত উপঢৌকন সুস্থ অবস্থায় কনেকে আর্পন করেছিলো (অর্থাৎ মুমূর্ষ অবস্থায় দেয়নি) (২)

(১) (ওয়াকারুল ফতোওয়া, ৩/২৫৬, সংক্ষেপিত)
(২) (দুররে মুখতার, কিতাবুন নিকাহ বাবুল মুহরি, ৪/৩০৪)

www.dawateislami.net

স্বামী স্ত্রীর উপঢৌকন রাখতে পারবে না

প্রশ্ন: স্ত্রী মারা গেলে সব উপঢৌকন স্বামী রাখতে পারবে কী না?

উত্তর: স্ত্রী মারা গেলে স্বামী বা অন্য কেউ তার উপঢৌকন ইত্যাদির একক মালিক বা দাবীদার হতে পারবে না। বরং সে সব মাল পত্র যেগুলোর উপর স্ত্রীর সত্তাগত মালিকানা ছিলো, তার মৃত্যুর পর শরয়ী নিয়ম মতে উত্তরাধিকারী গণের মধ্যে বন্টন হবে। যেমন আমার আক্বা, আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: উপঢৌকন আমাদের শহরের সাধারণ প্রচলন মতে বিশেষভাবে স্ত্রীর মালিকানায় হয়। যার মধ্যে স্বামীর কোন প্রকারের অধিকার নেই। তালাক হলে তবে সবটুকুই নিয়ে নেবে এবং মারা গেলে তবে তারই উত্তরাধিকারীদের মাঝে বন্টন হবে।(১)

স্ত্রীর সম্পদের মধ্যে স্বামীর অংশ

প্রশ্ন: যদি স্ত্রী মারা যায় তাহলে তার সম্পদ হতে স্বামী কী পরিমাণ পাবে?

উত্তর: স্ত্রী মারা গেলে তাহলে তার সম্পদ হতে সর্ব প্রথম সুন্নাতানুযায়ী তার কাফন দাফনের ব্যবস্থা করা হবে, অতঃপর তার ঋণ থাকলে তবে সেগুলো পরিশোধ করা হবে, অতঃপর যদি সে কোন বৈধ অসিয়ত করে তবে তার সম্পদের এক তৃতীয় অংশ হতে তার অসিয়ত পূর্ণ করা হবে, অতঃপর যে সম্পদ অবশিষ্ট

---

(১) (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১২/২০৩)

থাকবে তা হতে স্বামী অংশ পাওয়ার দু'টি পদ্ধতি রয়েছে, যদি স্ত্রীর ছেলে - মেয়ে, অথবা নাতি - নাতনি হতে কেউ না থাকে তাহলে সে সময় স্বামী পূর্ণ সম্পদের অর্ধেক পাবে এবং যদি স্ত্রীর ছেলে- মেয়ে বা নাতি - নাতনি হতে কেউ থাকে তাহলে সে সময় স্বামী পূর্ণ সম্পদের এক চতুর্থাংশ পাবে। যেমনিভাবে: পারা- ৪, সূরা নিসা, আয়াত নং ১২ এ আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَاۤ اَوْ دَيْنٍ ؕ

<u>কানযুল ঈমান হতে অনুবাদ</u>: আর তোমাদের স্ত্রীগণ যা ছেড়ে যায় তা থেকে তোমাদের জন্য অর্ধেক - যদি তাদের সন্তান না থাকে। অতঃপর যদি তাদের সন্তান থাকে, তবে তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে তোমাদের জন্য এক চতুর্থাংশ যে ওসীয়ত তারা করে গেছে তা এবং ঋণ বের করে নেয়ার পর।

কবুতর কী সায়্যিদ হয়?

প্রশ্ন: সাধারণ লোকদের মাঝে প্রসিদ্ধি রয়েছে যে, কবুতর সায়্যিদ সেটা কতটুকু সত্য (সঠিক) ?

উত্তর: জনসাধারণের মাঝে এটা অশুদ্ধ (ভুল) কথা প্রচলন রয়েছে। কোন প্রাণী সায়্যিদ হয় না। অবশ্যই হেরম শরীফের কবুতর সে কবুতর গুলোর বংশ হতে যেগুলো ছওর গুহার মুখে বাসা বেঁধে ডিম দিয়েছিলো। কেননা যখন নিকৃষ্ট কাফিরগণ **তাজেদারে**

www.dawateislami.net

মদীনা, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে খুঁজছিলো এবং **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ছওর গুহায় তাশরীফ নিয়ে ছিলেন। তখন "আল্লাহ পাক একটি বৃক্ষকে ছওর গুহার মুখে গড়ে উঠার জন্য আদেশ দিলেন, মাকড়শাকে গুহার মুখে জাল তৈরী করার জন্য আদেশ দিলেন এবং দু'টি জঙ্গলী কবুতর পাঠালেন তারা গুহার মুখে অবস্থান করলো এবং বাসা তৈরী করলো। মুশরিকগণ সেগুলো দেখে ফিরে গেলো যে, গুহায় কেউ নেই। তখন হুযুর পূরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সে কবুতর গুলোর উপর আপন দয়া-মমতার হাত বুলালেন এবং তাদেরকে উত্তম দোয়া দ্বারা ধন্য করলেন। তাই হেরম শরীফের কবুতর গুলো সেই কবুতর গুলোর বংশ হতে।"(১)

প্রখ্যাত মুফাস্‌সীর, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সে গুহার মুখে পৌঁছে কোন কোন কাফির বললো: এর ভিতর গিয়ে দেখে নাও, তখন অন্য জন বললো: যদি এর ভিতর কেউ প্রবেশ করে থাকতো তবে জাল ও কবুতরের ডিম ভেঙ্গে যেতো একজন বললো: এ জাল তোমার জন্মের আগের। অথচ হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভিতর পৌঁছার পর সে জাল মাকড়শা তৈরী করেছিলো, কবুতর ডিম দিয়েছিলো, যদি আল্লাহ পাক চান তাহলে আপন মাহবুব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে মাকড়শার জালের মাধ্যমে রক্ষা করেন, যদি গজব দিতে চান তাহলে ফিরআউনকে তার প্রাসাদের

(১) (মুছনাদে রাজ্জায, মুছনাদে যায়েদ বিন আরকাম, ১০/২৪৬০, হাদীস: ৪৩৪৪ সংক্ষেপিত)

দেয়ালও রক্ষা করতে পারে না। বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام বলেন: হেরম শরীফের কবুতর গুলো সে কবুতরের বংশের অন্তর্ভুক্ত যেগুলো সেখানে ডিম দিয়ে ছিলো। সেগুলোর এখনও পর্যন্ত সম্মান রয়েছে।[১] ইমাম বুসূরী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ বলেন:

ظَنُّوا الۡحَمَامَ وَظَنُّوا الۡعَنۡكَبُوۡتَ عَلٰى

خَيۡرِ الۡبَرِيَّةِ لَمۡ تَنۡسُجۡ وَلَمۡ تَحُمِ

(কসিদায়ে বুরদা)

অর্থাৎ মুশরিকরা কবুতর ও মাকড়শার ব্যাপারে ধারণা করলো যে, এগুলো প্রিয় নবী, হুযুর পূরনূর, صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর (তাঁর হিফাজতের জন্য) জাল তৈরীকারী ও ডিম প্রদান কারী নয়।

কবুতরের পা গুলো লাল হওয়ার ঘটনা

প্রশ্ন: বলা হয়, ইমামে আলী মকাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِىَ اللّٰهُ عَنۡهُ এর শাহাদাতের পর কবুতর আপন পা গুলোকে ইমামের রক্তে রঞ্জিত করেছিলো এবং কারবালায়ে মুআল্লা হতে উড়তে উড়তে মাদীনায়ে মুনাওয়ারায় زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعۡظِيۡمًا তাজেদারে মদীনা, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে দোয়ার জন্য হাজির হলো। সে সময় হতে কবুতরের পা লাল হয়ে গেলো। এ কথাটি কতটুকু সত্য?

উত্তর: ইমামে আলী মকাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِىَ اللّٰهُ عَنۡهُ এর শাহাদাতের পর কবুতর আপন পা গুলো ইমামের রক্তে

(১) (মিরআতুল মানাজীহ, ৮/২৫৫)

রঞ্জিত করা এবং পরে কারবালায়ে মুআল্লা হতে উড়াল দিয়ে হুযুরে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে দোয়ার জন্য হাজির হওয়ার ঘটনা আমার দৃষ্টিতে পড়েনি। অবশ্যই তাফসীরে সাভীতে কবুতরের পা লাল হওয়ার তাজাকারী ঘটনা কিছুটা এরকম: (তুফানে নূহ অতিবাহিত হওয়ার পর যখন নূহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর কিস্তি (নৌকা) যোদী পাহাড়ে অবস্থান করলো তখন) হযরত সায়্যিদুনা নূহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام জমিনের সংবাদ নেয়ার জন্য কাউকে পাঠানোর ইচ্ছা পোষণ করলেন তখন সর্বপ্রথম মুরগী আবেদন করলো: আমি জমিনের সংবাদ নিয়ে আসব। হযরত নূহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام তার বাহুতে (ডানা গুলোতে) সিল লাগিয়ে দিয়ে বললেন: তোমার উপর আমার সিল লেগে গেলো যে, তুমি সর্বদা লম্বা উড়াল দিতে পারবে না এবং আমার উম্মত তোমার দ্বারা উপকার অর্জন করবে। অতঃপর হযরত নূহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام কাককে পাঠালেন কিন্তু সে একটি মৃতকে দেখে তার উপর নেমে পড়ল এবং ফিরে আসলো না। হযরত নূহ عَلَیْهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام তার উপর অভিশাপ দিলেন এবং তার জন্য ভয়ের মধ্যে লিপ্ত থাকার দোয়া করলেন। সুতরাং কাকের জন্য হিলও হেরম কোথাও নিরাপত্তা নেই। অতঃপর হযরত নূহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام কবুতরকে পাঠালেন তবে সে জমিনে নামল না বরং সাবা দেশ থেকে যায়তুনের একটা পাতা ঠোঁটে করে নিয়ে আসলো। হযরত নূহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام সেটাকে বললেন: তুমি জমিনে অবতরণ করনি, তাই পূনরাই যাও এবং জমিনের সংবাদ নিয়ে

www.dawateislami.net

এসো, সুতরাং কবুতর দ্বিতীয় বার রওয়ানা হলো এবং মক্কায়ে মুকাররমা زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعۡظِيۡمًا এতে পবিত্র কা'বার হেরম শরীফের জমিনে নামলো এবং দেখে নিলো যে, পানি হেরমের জমিন থেকে নেমে গিয়েছে এবং লাল রঙের মাটি প্রকাশ পেলো। কবুতরের উভয় পা লাল রঙের মাটি দ্বারা রঙিন হয়ে গেলো। আর সে ঐ অবস্থায় হযরত সায়্যিদুনা নূহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর নিকট ফিরে আসলো এবং আরয করলো: হে আল্লাহ্র নবী! আমার জন্য এ কথাটি খুশির কারণ হবে যে, আপনি عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام আমার গলায় সুন্দর হার পরিয়ে দিন এবং আমার পা লাল করে দিন এবং আমাকে হেরমের জমিনে বসবাসের সৌভাগ্য দান করুন। হযরত সায়্যিদুনা নূহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কবুতরের ঠোঁটে ও গলার উপর স্নেহের হাত বুলালেন, তাকে হার পরালেন, তার পা গুলোকে লাল করে দিলেন, তার জন্য এবং তার সন্তানদের জন্য বরকতের দোয়া করলেন।[১]

কবুতরের বিশেষ অভ্যাস ও গুনাবলী

প্রশ্ন: কবুতরের কিছু বিশেষ অভ্যাস বর্ণনা করুন।

উত্তর: হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা কামাল উদ্দীন আদ্‌দামীরী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ বলেন: কবুতরের বিশেষ অভ্যাস হলো, যদি সেটাকে এক হাজার মাইল দূরত্বেও ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে সে উড়তে উড়তে আপন ঘরে পৌঁছে যায়। তেমনি অনেক দূর দেশ হতে

(১) (তাফসীরে সাভী, পারা: ১২ হুদ; আয়াত: ৪৮, ৩/৯১৬ সংক্ষেপিত)

www.dawateislami.net

সংবাদ নিয়ে আসে এবং নিয়ে যায়। আর এটাও দেখা গেছে, যদি কখনো কারো পালিত কবুতর অন্য কোন জায়গায় বন্দী করে রাখে এবং তিন বৎসর বা এর চেয়ে ও বেশি সময় পর্যন্ত আপন ঘর হতে অনুপস্থিত থাকে, সে দীর্ঘ সময় অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও নিজ ঘরকে ভূলে না এবং নিজ প্রখর বুদ্ধি, দৃঢ় স্মৃতি শক্তি ও প্রচেষ্টায় ঘরে বরাবরই অবস্থান করে এবং যখন কখনো তার সুযোগ হয় উড়ে আপন ঘরে চলে আসে। আরো বলেন: যদি কোন ব্যক্তির অঙ্গ আঘাত প্রাপ্ত হয়ে যায়, বা মুখ ঝলসান বা, অর্ধাঙ্গ রোগের প্রভাব এসে যায় তাহলে এমন ব্যক্তিকে কোন এমন স্থানে যেখানে কবুতর থাকে সেখানে অথবা কবুতরের নিকট অবস্থান করা উপকারী, এটা কবুতরের আশ্চার্যজনক ও দূর্লব বৈশিষ্ট্য এ ছাড়া এমন ব্যক্তির জন্য সেটার মাংসও উপকারী।[১]

কবুতরের মাংস হালাল নাকি হারাম

প্রশ্ন: কবুতরের মাংস খাওয়া হালাল নাকি হারাম?

উত্তর: কবুতর হালাল পাখিদের অন্তর্ভুক্ত। ফোকাহায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام উঁচু স্থানে উড়ন্ত হালাল পাখিদের মধ্যে কবুতর ও চড়ুই পাখির কথাও উল্লেখ করেছেন।[২] তাই এর মাংস খাওয়াতে কোন রকমের অসুবিধা নেই। আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে প্রশ্ন করা হলো: "কবুতর

(১) (হায়াতুল হায়ওয়ানুল কুবরা, আল হামাম, ১/৩৬৫-৩৭২, সংক্ষেপিত)
(২) (বাহ্‌রুররায়েক, কিতাবুততাহারাত, বাবুল আন্‌যাছ ১/৪০০ সংক্ষেপিত)

www.dawateislami.net

খাওয়ার মধ্যে কোন প্রকারের সমস্যা রয়েছে কী? তখন তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ উত্তরে বললেন: কোন সমস্যা নেই।"(১)

তথ্যসূত্র

কিতাবের নাম	প্রকাশনা/প্রকাশকাল	কিতাবের নাম	প্রকাশনা/প্রকাশকাল
কানযুল ঈমান	মাকতাবাতুল মদীনা ১৪৩২ হিজরী	মিরাতুল মানাজীহ	জিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন লাহোর
নূরুর ইরফান	পীর ভাই কোম্পানী মারকাযুল আউলিয়া	আল বাহ্‌রুর রায়িক	কোইটা - ১৪২০ হিজরী
হাশিয়াতুচ্ছাবী আলাল জালালাঈন	দারুল ফিকির বৈরুত ১৪২১হিঃ	ফাত্‌হুল কদীর	কোয়েটা
আদ দুররুল মানছুর	দারুল ফিকির বৈরুত ১৪০৩ হিঃ	আদ্‌দুররুল মুখতার	দারুল মারিফা বৈরুত ১৪২০ হিজরী
সহীহ মুসলিম	দারুল ইবনে হাজম বৈরুত ১৪১৯হিঃ	রদ্‌দুল মুখতার	দারুল মারিফা, বৈরুত ১৪২০ হিজরী
সুনানে ইবনে মাযাহ্‌	দারুল মা'রিফাত বৈরুত ১৪২০ হিঃ	ফতোওয়ায়ে রযবীয়া	রেযা ফাউন্ডেশন, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর
মুসনাদে ইমামে আহমদ	দারুল ফিকির বৈরুত ১৪১৪ হিঃ	বাহারে শরীয়াত	মাক্‌তাবাতুল মদীনা করাচী।
মুসনাদে বাজ্জার	মাক্‌তাবাতুল উলুমি ওয়াল হিকাম ১৪২৪হিজরী	ওয়াক্বারুল ফতোয়া	বযমে ওয়াকারুদ্‌দীন, করাচী।
আল মু'জামুল আউসাত	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ বৈরুত ১৪২০হিঃ	আল হাদিকাতুন নাদিয়া	মাত্‌বাআয়ে আমের ১২৯০ হিজরী
ফিরদাউসুল আখবার	দারুল ফিকর বৈরুত, ১৪১৮ হিঃ	হায়াতুল হায়ওয়ান আলকুবরা	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ বৈরুত - ১৪১৫ হিজরী।
মাজমাউয যাওয়ায়েদ	দারুল ফিকির বৈরুত, ১৪২০ হিঃ		

(১) (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২০/৩২১, সংক্ষেপিত)

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করুন। ۞ সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন কাফেলায় সফর এবং ۞ প্রতিদিন "পরকালিন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা" করার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের পুস্তিকা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখ আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

আমার মাদানী উদ্দেশ্য: "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" إِنْ شَاءَ اللّٰه নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইনআমাতের পুস্তিকার উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য "কাফেলায়" সফর করতে হবে। إِنْ شَاءَ اللّٰه

দা'ওয়াতে ইসলামী

দেখতে থাকুন

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস: গোলপাহাড় মোড়, ৩.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭২২৬৫৪৫৫২
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net